ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ▫ আগরতলা ▫ পশ্চিম ত্রিপুরা ▫ পিন - ৭৯৯ ০০১

No.F.5(2)-SWC/Workshop/Laws Related/2010

রেফ নং ঃ

তারিখ ঃ

ত্রিপুরার মহকুমা আদালতগুলিতে কর্মরত তরুণ আইনজীবিরা যাতে মেয়েদের বিরুদ্ধে অপরাধ সংক্রান্ত মামলাগুলি অধিকতর পেশাগত দক্ষতার সঙ্গে করতে পারেন সেজন্য ত্রিপুরা মহিলা কমিশন তাদের আগরতলায় ২ দিনের একটি কর্মশালার আয়োজন করেছিল।

১১ ও ১২ সেপ্টেম্বর মেয়েদের অধিকার ও সুরক্ষা সম্পর্কিত আইন বিষয়ে কর্মশালা পুরোনো সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-এর ২ নং কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়।

১১ সেপ্টেম্বর ২০১০ স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে কর্মশালাটির শুভ উদ্বোধন করেন মহিলা কমিশনের সভানেত্রী ডঃ তপতী চক্রবর্তী।

ত্রিপুরার অভিজ্ঞ সিনিয়র এবং প্রতিষ্ঠিত আইনজ্ঞরা মেয়েদের বিরুদ্ধে অপরাধ দমনে এই সম্পর্কিত বিভিন্ন আইন প্রয়োগ কৌশলের ওপর মনোজ্ঞ আলোচনা করে কর্মশালাটিকে সফল করে তোলেন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ফলপ্রসু আলোচনায় উপস্থিত কমিশন সদস্য সহ প্রত্যেকেই অনেক অজানা তথ্য জানতে পেরে সর্বাঙ্গীন উপকৃত হন।

মহিলাদের জন্য সংবিধানের বিধানগুলির (constitutional Provisions Relating to Women) বিশদ ব্যাখ্যা করে প্রাঞ্জলভাষায় বক্তব্য রাখেন শ্রীসুভাশিষ তলাপাত্র।

পিতামাতা ও বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের ভরণপোষণ ও কল্যাণার্থে প্রণীত নতুন আইনটির (Father-Mother & Sr. Citizen Welfare & Maintenance Act) স্বচ্ছ আলোচনা করেন শ্রী কল্যাণ নারায়ন ভট্টাচার্য।

ভারতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার (Property Rights of Women in various Religion in India) সম্বন্ধে আইনী ধারাগুলির সহজ ভাষায় আলোচনা করেন শ্রীদেবরঞ্জন চৌধুরী।

আইনের ভাষায় ধর্ষণ, গণধর্ষণ কিভাবে এফ আই আর, ডাক্তারী পরীক্ষা হয় তার বিশদ আইনী ব্যাখ্যা করেন শ্রীসুব্রত রায়। ১২ সেপ্টেম্বর 'মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের আইনের ৩৭৬,৩৫৪,৫০৯ আই পি সি' ধারাগুলির আলোচনা নিয়ে কর্মশালা শুরু করেন (Offence against Women Sec.376,354,509 IPC including Related Section of Evidence Act) শ্রীশরদিন্দু চক্রবর্তী।

এসোসিয়েট প্রফেসর শ্রীমতী মীনাক্ষী সেন বন্দ্যোপাধ্যায় 'গার্হস্থ্য হিংসা থেকে মহিলাদের সুরক্ষা (Protection of Women from Domestic Violence) আইনটির সুবিধাগুলির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন।

মহিলা ও শিশুদের অনৈতিক পাচার বাণিজ্যের প্রতিরোধক আইন' (Immoral Trafficking Prevention Act) বিধিগুলির ব্যাখ্যা করে আলোচনা পর্বের ইতি টানেন ত্রিপুরা ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার শ্রী অমিত্র সূদন চক্রবর্তী।

প্রত্যেকটি আলোচনায় একটি বিশেষ আবেদন প্রকট হয়ে উঠেছিল যে 'মানুষের জন্য আইন, আইনের জন্য মানুষ নয়। সব আইনের ওপর বড় আইন মানবত্ববোধ। সমাজের শৃঙ্খলার প্রয়োজনে মানসিক পরিবর্তন ঘটিয়ে ভালবাসা ও মমত্ব দিয়ে সমাজ ব্যবস্থাকে ধরে রাখতে হবে।

সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে দুদিনের কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন কমিশনের সভানেত্রী ডঃ তপতী চক্রবর্তী।

২১/৯/১০

Member Secretary
Tripura Commission for Women

ত্রিপুরা মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ◻ আগরতলা - ৭৯৯ ০০১ ◻ পশ্চিম ত্রিপুরা।

রেফ নং ঃ F.7(1)-SWC/PC/Dth/SI-256/2010 তারিখ ঃ

প্রেস রিলিজ

অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিষ্ঠার সঙ্গে কর্ত্তব্য পালনের আবেদন জানায় মহিলা কমিশন

গত ৬-৯-১০ তারিখের স্থানীয় দুটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত খবর নাবালিকাকে ধর্ষণ শেষে খুন, স্কুল ছাত্রীর রহস্যজনক মৃত্যু খবরটি দেখে ১৩-৯-১০ মহিলা কমিশনের দুজন প্রতিনিধি অমরপুরের যতনবাড়ীর মুসলিমপাড়ায় ঘটনার তদন্তে যান।

ঘটনার বর্ণনায় সাহেনা বেগমের ঠাকুরমা আনোয়ারা বেগম জানান সাহেনার মায়ের মৃত্যুর পর ৩ মাস বয়স থেকেই তাকে তিনি নিজের কাছে এনে লালন পালন করে বড় করছিলেন। গত ৩-৯-১০-এ আদরের নাতনীর জীবনের শেষ দিন, এটা কল্পনাতীত ছিল। ঈদের আনন্দোৎসবের পরিবর্তে পরিবারে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার।

অনোয়ারা বেগম জানান দুপুর ১২টা নাগাদ বাড়ীতে সাহেনাকে দেখতে না পেয়ে তিনি ভেবেছেন তার বাবার আলাদা বাড়ীতে হয়ত গেছে। ৩য় শ্রেণীতে পাঠরতা প্রাণচঞ্চল গ্রাম্য মেয়ে প্রায়ই পাড়ার এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায় তাই এরকম পরিণতির কথা তিনি ভাবেননি। নিজের দৈনন্দিন কাজেকর্মে ব্যস্ত ছিলেন। দুপুর ২টা নাগাদ নিষ্পাপ, অকলুষ বালিকাটিকে খুঁজতে ঠাকুরমা ছেলের বাড়ী যান। সেখানে না পেয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত সকলে মিলে হন্যে হয়ে খুঁজে না পেয়ে যতনবাড়ী পুলিশ আউটপোষ্টে মৌখিকভাবে মেয়েটির নিখোঁজের খবর জানান। পরদিন লিখিতভাবে নিখোঁজ ডায়েরী করেন। খোঁজার কাজও জারী রাখেন। এরপর ৫-৯-১০-এর সকাল ৮টা নাগাদ আধকিলোমিটার দূরে কাজু বাদাম বাগানে সাহেনার মৃতদেহ পাওয়া যায়। সাহেনার দেহ সম্পূর্ণভাবে ক্ষতবিক্ষত ছিল। শরীরে আঁচরের দাগ, ঘাড় ভাঙ্গা, পরার প্যান্ট মুখের ভিতরে গোজা, গলার নালি কাটা, নিম্নাঙ্গ পুরো কাটা, ডান চোখ বের হওয়া, সব মিলিয়ে বীভৎস চেহারা। হত্যাকারীরা জঘন্যভাবে মেয়েটিকে ধর্ষণের পর মেরেছে বলে উনার দৃঢ় বিশ্বাস। সেদিন সকালে সাড়ে নয়টা নাগাদ মনাল মিঞা পিতা ফুল মিঞা উনাদের বাড়ী আসে এবং জলের সাপ্লাই-এর কাছে বাসন মাজার সময় সাহেনার সঙ্গে কথা বলতে দেখেন। আবুল ওহারের (পিতা সিরাজ মিঞা) নামেও কেস দেন মৃতার পিতা এরসাদ মিঞা।

গত ৫-৯-১০ নূতন বাজার থানায় F.I.R. করেন মনাল মিঞার বিরুদ্ধে। মনাল মিঞাকে নূতন বাজার P.S. গ্রেপ্তার করে। আবুল ওহার পলাতক।

কমিশনের প্রতিনিধিদ্বয় মুসলিমপাড়ার মৃতার প্রতিবেশীদের বক্তব্যও লিপিবদ্ধ করেন। উনারাও মেয়েটিকে খুব খোঁজাখুঁজি করেন। অবশেষে ৫-৯-১০-এর সকালে মেয়েটির মৃতদেহ উদ্ধার করেন সকলে মিলে। উভয় দোষীর চরম শাস্তি দাবী করেন।

মহিলা কমিশন সাহেনা বেগমের নিধনকারীদের কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য পুলিশকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কর্ত্তব্য পালনের পরামর্শ দিয়েছে। অপরাধীদের কঠোর শাস্তি না হলে আমাদের সমাজ দিন দিনই কলুষিত হয়ে পড়বে। সমাজের অস্তিত্ব নষ্ট হয়ে যাবে। দুর্বৃত্তদের, খুনীদের দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি ও সমাজ সচেতনতা ও সামাজিক আন্দোলনের আশু প্রয়োজন।

Member Secretary

ত্রিপুরা মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ☐ আগরতলা - ৭৯৯ ০০১ ☐ পশ্চিম ত্রিপুরা।

রেফ্ নংঃ তারিখ ঃ

F.3(3)-SWC/Rape/SI-32/2010

প্রেস রিলিজ

কৈলাশহরের ধলিয়াকান্দিতে ভীত সন্ত্রস্ত পরিবারের পাশে মহিলা কমিশন।

কৈলাশহরের ধলিয়াকান্দি টিলাবাজার নিবাসী মৃত আক্কল আলির পুত্র সাবাজ আলির অভিযোগ পত্র কমিশনে ১৩-৯-১০-এ পৌছালে বিগত ১৬-৯-১০ কমিশনের দুজন সদস্য ঘটনাটির তদন্তে ঘটনাস্থলে পৌছান কৈলাশহর পুলিশের সহায়তায়।। নির্যাতীতা কিশোরী ৭ বছরের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী সাবাজ আলির কন্যা ফতেমা (কল্পিত নাম) আক্তার তার জবানবন্দীতে জানায় ১২-৯-১০ সন্ধ্যা প্রায় ৫-৩০ টা নাগাদ নিজের বাড়ীর পাশের উঠানে ভাই উস্তার আলির সঙ্গে খেলা করার সময় পাশের বাড়ীর রুবেল সিনেমার গান শোনার অছিলায় তাকে টিভির ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। ঘরেই অপেক্ষারত ১৮ বছরের শ্রমিক জিয়াওর রহমান ওরফে পানাই ফতেমাকে জোর করে ধর্ষণ করে। শিশুটি কন্নাকাটি করলে ৫ টাকা দেবার লোভ ও ভয় দেখিয়ে কথাটি গোপন রাখার কথা বলে। গুরুতর অসুস্থ মেয়েটি বাড়ীর সীমানায় এসে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। ছোট ভাই মা বাবাকে জানালে তাঁরা রক্তাক্ত অবস্থায় মেয়েটিকে নিয়ে থানায় গিয়ে ঘটনাটি জানান। মেয়েটির অবস্থা দেখে থানার অফিসার আগে তাকে কৈলাশহর আর জি এম হাসপাতালে পাঠান। সাবাজ আলি জানান অপ্রত্যাশিত বীভৎস ঘটনাটির বিরুদ্ধে উল্টো অভিযোগ এনে আক্রমণ করে। উপরন্তু থানায় অভিযোগ না জানিয়ে বাড়ীতেই মীমাংসার প্রস্তাব দেন। সাবাজ আলি সাহস সঞ্চয় করে পরের দিন থানায় লিখিত অভিযোগ জানান জিয়াউরের পরিবারের চার (৪) জনের বিরুদ্ধে জিয়াউর রহমান, সুন্দর আলি, পাখি মিঞা ও আক্কল আলি। অসুস্থ ফতেমা ৪ দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধিন থাকার পরে ১৫-৯-১০ বাড়িতে ফিরে আসে।

থানা সূত্রে জানা গেছে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে পুলিশ অভিযুক্ত ৮ জনকেই গ্রপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে। ফতেমা সহ পরিবার, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন সকলেই এই বর্বর ঘটনায় জড়িত কলঙ্কিত অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক কঠিন শাস্তি চান।

নিষ্পাপ শিশুর ওপর এ ধরণের বর্বর আচরণ মহিলা কমিশনকে নির্বাক করেছে। বিশ্বাস হারানো আতঙ্কিত শিশুর মনে পাপবোধ, প্রতিহিংসা, মানসিক অবসাদ জন্ম নিচ্ছে। সাধারণ সচেতন মানুষ কি একবারও ভাবছেন সভ্যজগতে নারীজাগরণের যুগে মেয়েদের আবারও অন্ধকার জগতে ফিরে যেতে হবে কিনা !

নিষ্ঠুর সমাজ মেয়ে জন্মকে আবারও কলঙ্কিত করছে কিনা ! পর পর এ ধরণের ঘটনায় ভাবতে হচ্ছে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা কিছু কুলাঙ্গার বিকৃতমনা ছেলে সন্তানের জন্ম দিচ্ছে না তো ? তানা হলে সন্তানের এই ঘৃণ্য পাপকাজকে প্রশ্রয় দিয়ে অভিভাবকরা টাকার বিনিময়ে মীমাংসা করতে চাইছেন কেন ? সমস্ত সচেতন বুদ্ধিমান জনসাধারণের কাছে মহিলা কমিশনের একান্ত অনুরোধ ; অপরাধ দমন করতে কেবল পুলিশ ও আইনের সাহায্যের জন্য নিজেদের সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতাকে ভুলে যাবেন না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঘরে ঘরে প্রতিরোধ গড়ে তুলে প্রতিবাদী ভাষায় সোচ্চার হয়ে উঠুন।

এই ঘটনাটিতে পুলিশের ভুমিকা ও দায়িত্ববোধের প্রশংসা না করে পারা যাবেনা। আর একটু আশা থাকবে আইনের কাছে প্রকৃত অন্যায়কারী পশুরা যেন শাস্তি এড়িয়ে যাবার সুযোগ না পায়।

২১/৯/১০

Member Secretary
Tripura Commission for Women